সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার দেশের জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনের ২৫০ বছর পূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল, ২০১৭

এই বছর সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া দেশের প্রধান মানচিত্র অঙ্কনের সংস্হার ২৫০-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। এই সংস্হা ভারতের প্রাচীনতম বিজ্ঞান সংক্রান্ত দপ্তর এবং সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো জরিপ বিভাগগুলির মধ্যে গণ্য হয়। সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া (বা ভারতের জরিপ বিভাগ)-র প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৬৭ সালে যখন মেজর জেমস রেনেল-কে সার্ভেয়র জেনারেল অফ্ বেঙ্গল হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

দেশের বিকাশ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্ণয়ের কাজে সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া অপরিহার্যভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট সার্ভেয়ারদ্বয় কর্ণেল ল্যাম্বটন ও স্যার জর্জ এভারেস্ট ত্রিকোনমিতিভিত্তিক মহা সর্বেক্ষণ পদ্ধতি চালু করেন। এই ত্রিকোনমিতিভিত্তিক পদ্ধতিতেই দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনের কাজ শুরু হয়। সেই সময়ে প্রস্তুত মানচিত্রগুলি দেশ গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি বড়মাপের উন্নয়ন সাধনমূলক কাজে সেই সময়কার মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার ২৫০-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির মহান সার্ভেয়ারদের মূল্যবান অবদানগুলি তুলে ধরা হবে। এছাড়া, দেশের সুস্হায়ী উন্নয়নসাধনমূলক লক্ষ্যগুলি অর্জন সহ ভবিষ্যতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা মাইলফলক পেরোতে নতুন যুগের জিও-স্পাশিয়াল আবর্তন কিভাবে সাহায্য করবে, সেটিও তুলে ধরা হবে।

এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে, সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও দেশ গঠনের ভূমিকার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটির যোগ্যতা কৃতিত্ব ও অবদান'কে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সংস্হাটির কয়েক লক্ষ সার্ভেয়ারদের প্রতিও যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। তারা নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে দেশের মানচিত্র গঠন ও স্হানগত মেলবন্ধন ঘটানোর কাজ করে গেছেন। প্রতিষ্ঠানের আড়াইশো বছর পালনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষকেও সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হবে। তাছাড়া, সরকারী,

বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্হাগুলির মধ্যে থাকা সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট পক্ষের কাছেও সংস্হাটির অমিত সম্ভাবনার বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে।

সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক যাত্রাপথের আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকে। এটি দুঃসাহসিকতা ও অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্হিতির মাঝে একনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ চালানোর ঐতিহাসিক কাহিনী। কেবলমাত্র উচ্চমাত্রার পেশাদারি দক্ষতা থাকলেই হয় না– এই কাজে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সেই সব গুণের প্রয়োজন হয় যা সাঙ্গ করেই কেবল বহু কঠিন কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। এই কাজে রাধানাথ সিকদার এবং আরও বহু ভারতীয় যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন মূলত তারই জন্য কিন্তু আজ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ইতিহাস এত গৌরবময়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেনাবাহিনীর পূর্বসূরি ও সার্ভেয়ারদের অজানাকে অনুসন্ধান করে জানার পরিশ্রমসাধ্য কাজের ভার দেওয়া হয়। একটু-একটু করে ভারতের ভূখন্ডের মানচিত্রায়ন মিস্টার ল্যাম্বটন ও স্যার জর্জ এভারেস্টের মত বিশিষ্ট সার্ভেয়ারদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণ হয়। তাঁদের কাজের দিকে ফিরে তাকালে, এই পুরোধা সার্ভেয়ারদের সাহস ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। আড়াইশো-তম বর্ষে পদার্পণের এই সময়টি সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অবদান সেই ১৮০২ সালে চালু হওয়া ত্রিকোনভিত্তিক মহাসর্বেক্ষণ থেকে শুরু করে বঙ্গসন্তান শ্রী রাধানাথ সিকদারের মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয় ও অন্যান্য কৃতিত্বগুলি তুলে ধরার আদর্শ সময়।